রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫

(২০১৫ সনের ১৩ নং আইন)

The Export Promotion Bureau Ordinance, 1977 (Ordinance No XLVII of 1977) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন), অতঃপর "পঞ্চদশ সংশোধনী" বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ, অতঃপর "উক্ত অধ্যাদেশসমূহ" বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯এ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারি সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহ ও উহাদের অধীনে প্রণীত বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন, জনগণের অর্জিত অধিকার সংরক্ষণ এবং বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত, জনস্বার্থে, অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা প্রদান আবশ্যক; এবং

যেহেতু দীর্ঘসময় পূর্বে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক যথানিয়মে নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সময় সাপেক্ষ; এবং

যেহেতু পঞ্চদশ সংশোধনী এবং সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশন না থাকাবস্থায় আশুব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ১ নং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করেন; এবং

যেহেতু সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পূরণকল্পে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিবার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে The Export Promotion Bureau Ordinance, 1977 (Ordinance No XLVII of 1977) অধ্যাদেশটির বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক

নূতনভাবে আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,

(১)"চেয়ারম্যান" অর্থ পর্ষদের চেয়ারম্যান;

(২)"তহবিল" অর্থ ব্যুরোর তহবিল;

(৩)"পরিচালনা পর্ষদ" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত ব্যুরোর পরিচালনা পর্ষদ;

(৪)"প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৫)"ব্যুরো" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো;

(৬)"বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৭)"ভাইস-চেয়ারম্যান" অর্থ পর্ষদের ভাইস-চেয়ারম্যান; এবং

(৮)"সদস্য" অর্থ পরিচালনা পর্ষদের কোন সদস্য।

ব্যুরো প্রতিষ্ঠা

৩। (১)The Export Promotion Bureau Ordinance, 1977 (Ordinance No XLVII of 1977) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (Export Promotion Bureau) এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ব্যুরো একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ব্যুরো ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি

৪। (১) ব্যুরোর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ব্যুরো, উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে বা বিদেশে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন, স্থানান্তর বা বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৫। (১) ব্যুরোর পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ব্যুরো যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য-সম্পাদন করিতে

পারিবে, পরিচালনা পর্ষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য-সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিধানাবলির সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, ব্যুরো, ইহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে,-

(ক) কোন কার্যের উদ্যোগ গ্রহণ, বরাদ্দকৃত বাজেট বা কোন বিশেষ তহবিল বরাদ্দের আওতায় ব্যয় নির্বাহ, উহার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে, যে কোন ধরনের চুক্তি সম্পাদন ও উহা কার্যকর করিতে পারিবে;

(খ) কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নে যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি সংস্থা বা অন্য কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হইতে পরামর্শ ও সহায়তা চাহিতে বা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পরিচালনা পর্ষদ উহার দায়িত্ব পালন ও কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

পরিচালনা পর্ষদ

৭। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রধান নির্বাহী, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ১ (এক) - সদস্য;

জন কর্মকর্তা

(ঘ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার (এক)১ -সদস্য;

জন কর্মকর্তা

(ঙ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার এক (১) - সদস্য;

জন কর্মকর্তা

(চ) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার - সদস্য;

১ (এক) জন কর্মকর্তা

(ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগসচিব -সদস্য;

পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা

(জ) পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার -সদস্য;

১ (এক) জন কর্মকর্তা

(ঝ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার (এক) ১ -সদস্য;

জন কর্মকর্তা

(ঞ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব -সদস্য;

পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা

(ট) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনীত অন্যূন সদস্য পদমর্যাদার (এক) ১ -সদস্য;

জন কর্মকর্তা

(ঠ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক মনোনীত অন্যূন সদস্য পদমর্যাদার -সদস্য;

১ (এক) জন কর্মকর্তা

(ড) বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক মনোনীত অন্যূন সদস্য পদমর্যাদার ১ (এক) জন -সদস্য;

কর্মকর্তা

(ঢ) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEPZA) কর্তৃক - সদস্য;

মনোনীত একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা

(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত এফবিসিসিআইসহ অন্যান্য ব্যবসা এবং শিল্পের -সদস্য;

প্রতিনিধিত্বকারী ৬ (ছয়) জন প্রতিনিধি

(ত) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত উক্ত ব্যাংকের ১ (এক) জন জ্যেষ্ঠ -সদস্য;

কর্মকর্তা

(থ) মহা-পরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, যিনি উহার সদস-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ণ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের দফা (খ) এর কোন পদত্যাগ চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।

প্রধান নির্বাহী

৭। (১) ব্যুরোর একজন প্রধান নির্বাহী থাকিবেন।

(২) প্রধান নির্বাহী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) প্রধান নির্বাহী ব্যুরোর সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও কার্য-সম্পাদন করিবেন।

(৪) প্রধান নির্বাহীর পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান নির্বাহী তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্যপদে নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান নির্বাহী পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করিবেন।

পরিচালনা পর্ষদের সভা

৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) পরিচালনা পর্ষদের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন ।

(৬) পরিচালনা পর্ষদের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবল উক্ত পর্ষদের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা পর্ষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না এবং তদসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।